জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

১ জানুয়ারি-৩০ জুন, ২০২২ ৪৯ তম সংখ্যা

‘বঙ্গবন্ধুঃ বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির মহানায়ক’ শীর্ষক আলোচনা সভা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ‘বঙ্গবন্ধুঃ বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির মহানায়ক’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

‘বঙ্গবন্ধুঃ বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির মহানায়ক’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি. বলেন, “বঙ্গবন্ধুর স্বরচিত তিনটি গ্রন্থ ভালোভাবে পড়লে বাঙালি জাতি, রাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারবো এবং তাঁকে চিনতে পারবো। বঙ্গবন্ধুর ওপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য হতে তাঁর সম্পর্কে অধিক জ্ঞানার্জন করতে পারি।”

তিনি বলেন, “যে চেহারায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল- বঙ্গবন্ধু তা কখনোই চাননি। তিনি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতেন। তিনি জানতেন- পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি ধাপেই বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বাঙালির কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করে।”

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, “শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি কমাতেই গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রতিটি নতুন পদ্ধতিতে কিছু সমস্যা থাকতেই পারে। সে সকল সমস্যা সমাধান করে শিক্ষার্থীদের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সকলকে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহৎ স্বার্থের জন্য একত্রে কাজ করতে হবে। এ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলোকে আলাদা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব, আপনাদের প্রতি সে আস্থা আমার রয়েছে।”

তিনি আরো বলেন, “যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ভর্তি করানো উচিত। শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারে নয়, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাই প্রধান হওয়া উচিত। শিক্ষকদের ফিজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যানের চেয়ে একাডেমিক মাস্টারপ্লানের ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত।”

তিনি বলেন, “জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস যাতে সুন্দরভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে সরকার সচেষ্ট রয়েছে এবং তাঁর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ।”

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান।

উপচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, “সীমিত সুযোগ সুবিধা থাকা স্বত্ত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা থেমে নেই। এমনকি করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল না।”

এসময় শিক্ষক সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও ‘বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ’ চালু করার জোর দাবি জানান এবং শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক প্রতিনিধি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা’র ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস’ উপলক্ষে আলোচনা সভা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা’র “স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস” উপলক্ষে ২৯ মে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আসাদুজ্জামান খান, এমপি. ।

‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস’ উপলক্ষে আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন অতিথিবৃন্দ

এসময় তিনি বলেন, “এ দেশের মানুষ বিশ্বাস করে- বার বার দরকার শেখ হাসিনার সরকার। আমরা কোন পেশিশক্তির উপর ভরসা করে রাজনীতি করি না। কোন বন্দুকের নলের ওপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন না। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করেন এদেশের জনগণের ওপর।”

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, “জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলাম, এখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। আমার ছাত্র রাজনীতি শুরু হয়েছে জগন্নাথ থেকেই। আমরা এখান থেকে না গেলে কোন আন্দোলন হতো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতৃত্ব দিবে, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কাজ করবে।”

সম্মানীত অতিথি হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, "শেখ হাসিনা দেশে এসেছিলেন বলেই আমরা আজ পদ্মা সেতু পেয়েছি, মেট্রোরেল পেয়েছি, কর্ণফুলী টার্নেল হচ্ছে। শেখ হাসিনা শুধু স্বপ্ন দেখান না, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। অন্য যেসমস্ত দল যারা স্বপ্নও দেখতে জানেন না তারা ৩১ বছর ক্ষমতায় থেকেও এমন কোনো উদাহরণ দেখাতে পারবে না যে তারা বাংলাদেশের কোনো উন্নয়ন করেছেন।"

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম ফরাজীর সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী মোঃ নজিবুল্লাহ হিরু, সম্মানীত অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ কামরুল হাসান রিপন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাইদ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল-নাহিয়ান খান জয় এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী লেখক ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসাইন।

'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান ১৬ মার্চ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি ।

'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটিত প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

এসময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের জন্য একটি নতুন হল পেল- যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে কেরণীগঞ্জের বিশাল নতুন ক্যাম্পাসে। নতুন ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা বিভোর হয়ে রয়েছে।"

হল নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সাবেক উপাচার্য, সংশ্লিষ্ট সকল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, "ছাত্রীদের জন্য একটি হলের যাত্রা শুরু করার মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অনাবাসিক থেকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে অগ্রসর হলো। নানা প্রতিকূলতা থাকা স্বত্ত্বেও শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে। অনাবাসিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েই জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কর্মসূচি ও করোনা টিকা কর্মসূচি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, "আমার কোন নিজস্ব এজেন্ডা নেই। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় আরো উন্নত হবে-এটাই হউক আমাদের মূল উদ্দেশ্য।"

এসময় তিনি আরো বলেন, "হলে ছাত্রীরা ডিজিটাল আইডি কার্ড পাঞ্চ করার মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে। এর মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় আরো একধাপ এগিয়ে গেল।"

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "হল-এর দ্বার উন্মোচনের মাধ্যমে মেয়েদের আবাসন সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হবে। হলের যেখানেই কোনো সমস্যা দেখা যাবে তা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শামীমা বেগম। এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান, হলের আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক ড. প্রতিভা রানী কর্মকার, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ ইব্রাহীম ফরাজী ও সাধারণ সম্পাদক এস. এম. আকতার হোসাইন বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রক্টর, হলের আবাসিক শিক্ষক, সহকারী আবাসিক শিক্ষকসহ ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এ প্রায় বারশত ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২' উপলক্ষে আলোচনা সভা

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত 'ভাষা আন্দোলনঃ ইতিহাস ও বাস্তবতা' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন "আমাদের শিক্ষা মান বাড়াতে একাডেমিক মহাপরিকল্পনা নিতে হবে। আমরা আগের তিনটি বিপ্লব সাথে তাল মিলিয়ে ওঠতে পারিনি। এইবার আমাদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ধরতেই হবে। এই শিল্প বিপ্লব ধরতে আমাদেরকে মাতৃভাষা শেখাটা জরুরি।"

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২' উপলক্ষে ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথি ও অন্যান্যরা

তিনি বলেন, "দেশে নতুন অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। তবে আমাদের সবাইকে শিক্ষার মানের দিকের জোর দিতে হবে। শিক্ষার মানের ওপর নজর দিতে পারলে আমরা শিক্ষায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যেতে পারবো।"

তিনি আরো বলেন, "দেশে মাধ্যমিকের ষষ্ট শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম পাইলটিং শুরু হচ্ছে। আগামী মার্চে প্রথম শ্রেণিতে পাইলটিং শুরু হবে। নতুন যে শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে সেটা হবে আনন্দময়। শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে এ শিক্ষাক্রমে শিখতে পারবে। তারা সমাজকে এবং শিক্ষকদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিখবে। তবে শিক্ষার্থীদের শুধু

প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠলেই চলবে না, পাশাপাশি তাদের ভালো মানুষ হতে হবে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইমাদুল হক বলেন, "যখন কোনো দিবস আসে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, তারপর ভুলে যাই। আমরা যেন সারা বছর এ বিষয়টি (মাতৃভাষা) নিয়ে আলোচনা করি। শুনেছি এখন থেকে রায় বাংলায় লেখা হবে। এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক অর্জন। এখন সবাই নিজের ভাষায় তাদের রায় পড়বে।"

এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "জিয়াউর রহমানের আমলে শাহজালাল বিমান বন্দর নামটা আরবিতে লেখা ছিল। তখন ধর্মের সঙ্গে ভাষার একটা ব্যবহারের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল তাকেও ভাষা আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা আমরা দেখেছি।"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্নার এর উদ্বোধন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ২ জানুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটের পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন কমিটির আহবায়ক ও সদস্যবৃন্দ, পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ), পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

শ্রদ্ধাঞ্জলি: ১৭ মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সকাল ১০টায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুজিব মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন উপাচার্য

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রক্টর, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, নীলদল, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন, পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, আই.ই.আর-এর পক্ষে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

আলোচনা সভা: এদিকে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী' উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় সকাল ১০.৩০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, "বঙ্গবন্ধু বিশ্বমানবতার উৎকৃষ্ট প্রতীক। বাঙালিসহ সকলকে তিনি ভালোবাসায় সিক্ত করে রাখতেন। তাঁর আদর্শকে ধারণ করেই আমাদের দেশ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

এসময় তিনি আরো বলেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তুলে ধরার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে *বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র*, *বঙ্গবন্ধু চেয়ার* ও *বঙ্গবন্ধু গবেষণায় ফেলোশিপ* দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে আমাদের বুকে ধারণ করে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে হবে। সে লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তাঁর বিচরন তুলে ধরতে হবে।"

এছাড়াও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সরকার আলী আক্কাস, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি মোঃ জহুরুল ইসলাম, কর্মচারী সমিতির সভাপতি এরশাদ মিয়া ও সহায়ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু সাঈদ বক্তব্য প্রদান করেন।

জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উপলক্ষে শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে কেক কাটা হয়। এছাড়াও দিনব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার করা হয়।

দোয়া মাহফিল: এদিকে, বাদ যোহর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া মাহফিল আয়োজিত হয়। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ সংবাদ

অমর একুশে বইমেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্টলের উদ্বোধন

১৬ ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২'-এ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্টল (স্টল নং: ৬৭৩)-এর শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

'অমর একুশে বইমেলা ২০২২'-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্টল উদ্বোধন করেন উপাচার্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্টলের সাজ-সজ্জার কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক চঞ্চল কুমার বোসসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত চার বছর যাবত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টলে নিজস্ব প্রকাশিত বই ও জার্নালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বই স্থান পেয়ে থাকে।

বইমেলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর উদ্যোগে প্রকাশিত (২০২১-২০২২) তিনটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিস্থ 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২'-এর নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ কমিটির আহবায়ক ড. মিল্টন বিশ্বাস এর সঞ্চালনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল, লেখক, শিক্ষক, সহকারী প্রক্টর, কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে বই মেলায় গ্রন্থসমূহের মোড়ক উন্মোচন করছেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও কমিটির সদস্যবৃন্দ

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারহানা জামান রচিত 'Social Dynamics of Salinity: Problems and Prospects in Coastal Bangladesh', একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আয়েশা সিদ্দিকা ডেইজী রচিত 'The Sweeper Community in Bangladesh' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোঃ ময়নুল হক রচিত 'Measuring Democratic Consolidation in Bangladesh' গ্রন্থ তিনটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়।

একাডেমিক সংবাদ

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্সের মোড়ক উন্মোচন

১৬ জানুয়ারি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্স (ভলিয়ম: ৮ ও নম্বর # ১)-এর মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

জার্নাল অব সায়েন্স-এর মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও কমিটির সদস্যবৃন্দ

এসময় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্সেস্ কমিটির সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান সম্পাদক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সহযোগী সম্পাদকবৃন্দসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজের মোড়ক উন্মোচন

৭ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ (ভলিয়ম: ৯ এবং নম্বর # ১ ও ২)-এর মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ-এর মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও কমিটির সদস্যবৃন্দ

এসময় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব বিজনেস স্টাডিজ কমিটির সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান সম্পাদক বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন এবং সহযোগী সম্পাদকবৃন্দসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding -MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

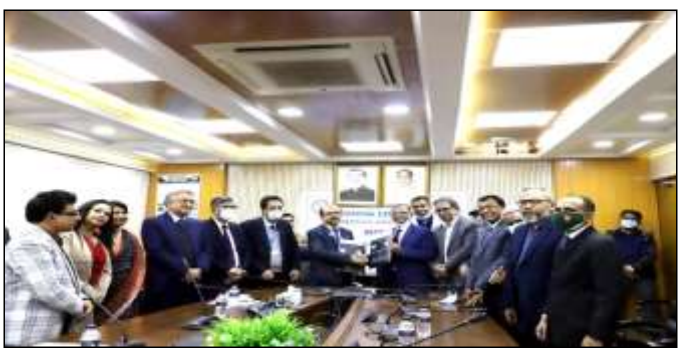

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাসুদ কামাল এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর পক্ষে কমিশনের সদস্য (পরিকল্পনা) ড. এম. আজিজুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ) ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান ও পরিচালক (গবেষণা) অধ্যাপক ড. পরিমল বালা স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর সদস্য ও পরিচালকবৃন্দ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তি আওতায়:- একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সহায়তা বিনিময়; যৌথ গবেষণা কার্যক্রম ও গবেষণা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ; গবেষণার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরীক্ষাগার স্থাপন; পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের উপর যৌথ সেমিনার, সম্মেলন বা কর্মশালার আয়োজন; প্রকাশনা, প্রতিবেদন, অন্যান্য একাডেমিক উপকরণ ও তথ্য বিনিময়সহ বিভিন্ন সুবিধা লাভ পাবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষাগার ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা লাভ করবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং Kalinga Institute of Social Sciences এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতা জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding-MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ৮ মার্চ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও Kalinga Institute of Social Sciences মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান এবং Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) এর পক্ষে রেজিস্ট্রার ড. প্রশান্ত কুমার রাউড়ি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) এর উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার বহেরা, বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, পরিচালক (গবেষণা) এবং পরিচালক (পিআরআইপি)সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তি আওতায়- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌথ গবেষণা ও প্রকাশনা; শিক্ষা-গবেষণা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের বিনিময় সুবিধা; ল্যাবরেটরি, একাডেমিক এবং গবেষণা সুবিধার পাশাপশি অবকাঠামো প্রদান; একাডেমিক এবং গবেষণা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক সহায়তা এবং তৃতীয় পক্ষকে পরামর্শ সহায়তা প্রদান; পারস্পরিক একাডেমিক এবং গবেষণা আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো সনাক্তকরণ; পারস্পরিক গবেষণা বিষয়ক অভিজ্ঞতা শেয়ার; শিক্ষক-গবেষকদের মাঝে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিময়; যৌথ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং একাডেমিক গবেষণা বিষয়ক সহায়তা; শিক্ষাদান, শিক্ষার্থী এবং গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়সহ বিভিন্ন সুবিধা লাভ পাবে Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা।

জার্মানীর THM এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

জার্মানির Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM) এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ৬ এপ্রিল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমে অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM) মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জার্মানির Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences (THM) এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট Prof. Dr. Matthias Willems এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়াও THM-এর পক্ষে অধ্যাপক ড. রহমাতুল্লাহ খন্দকার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পরিচালক (গবেষণা) অধ্যাপক ড. পরিমল বালা স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময়, THM-এর অন্যান্য সদস্য এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্সস অনুষদের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল, পরিচালক ছাত্র-কল্যাণ অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোসসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায়:- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সহায়তা বিনিময়; শিক্ষা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপের জন্য শিক্ষার্থী বিনিময়; বিশেষ স্বল্পমেয়াদী একাডেমিক প্রোগ্রাম ও শিক্ষার নতুন ক্ষেত্র (Form) তৈরি; গবেষণা প্রকল্পে সহযোগিতা ও পিএইচডি থিসিসের তত্ত্বাবধান করা; যৌথ গবেষণা কার্যক্রম ও গবেষণা প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ; পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের উপর যৌথ সেমিনার, সম্মেলন বা কর্মশালার আয়োজন; প্রকাশনা, প্রতিবেদন, অন্যান্য একাডেমিক উপকরণ ও তথ্য বিনিময়সহ বিভিন্ন সুবিধা লাভ করবে THM এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding -MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ১০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অফিস সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দীন আহমদ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান ও পরিচালক (গবেষণা) অধ্যাপক ড. পরিমল বালা স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদদীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, পরিচালক ছাত্র-কল্যাণ অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমানসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তি আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত ও রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক, শিক্ষার্থীরা- গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান; জার্নালের আদান প্রদান; যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজন; উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির যৌথ তত্ত্বাবধান; উভয় প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক গবেষণাগার ব্যবহার; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মাঝে নিয়মিত পরিদর্শন; যৌথ প্রকাশনা ও যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের Patents প্রক্রিয়াকরণ এবং এছাড়া যৌথ উদ্দেশ্য অর্জনে যে কোন সহযোগিতা লাভ করবেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding -MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২৪ এপ্রিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক ড. মোঃ সলিমুল্লাহ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়াও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এর পক্ষে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহাঙ্গীর আলম ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কেশব চন্দ্র দাস এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান ও পরিচালক (গবেষণা) অধ্যাপক ড. পরিমল বালা স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, প্রক্টর, পরিচালক (জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবপ্রযুক্তি এবং জৈব তথ্যবিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক, শিক্ষার্থীরা- গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান; জার্নালের আদান প্রদান; যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজন; উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, এম.ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির যৌথ তত্ত্বাবধান; উভয় প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পার্সন, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক গবেষণাগার ব্যবহার; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মাঝে নিয়মিত পরিদর্শন; যৌথ প্রকাশনা ও যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের Patents প্রক্রিয়াকরণ এবং এছাড়া যৌথ উদ্দেশ্য অর্জনে যে কোন সহযোগিতা লাভ করবেন।

FOBANA এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে স্কলারশিপ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA)-এর স্কলারশিপ কমিটি এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে স্কলারশিপ সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding ৪ জুন গুলশান শুটিং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়।

FOBANA এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

FOBANA এর পক্ষে এসোসিয়েশন এর চেয়ারপার্সন রেহান রেজা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়াও FOBANA এর পক্ষে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি মাসুদ রব চৌধুরী, স্কলারশিপ কমিটির চেয়ারপার্সন জাকারিয়া চৌধুরী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় কলা অনুষদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায়:- FOBANA প্রতি বছর ৩০০০ ডলার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করবে। প্রতি বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগসহ ও অন্যান্য বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৩ জন এবং অন্যান্য বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২ জন স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা মাসে ৪০০০ টাকা হারে স্কলারশিপ প্রদান করা হবে। এছাড়াও কোনো শিক্ষার্থী যদি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায় সম্পূর্ণরূপে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয় তাহলে FOBANA এর আর্থিক সহায়তাসহ সার্বিক সহযোগিতায় নর্থ আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্সের মোড়ক উন্মোচন

১২ জুন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্স (ভলিয়ম: ৮ ও নম্বর # ২)-এর মোড়ক উন্মোচন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

জার্নাল অব সায়েন্স-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও কমিটির সদস্যবৃন্দ

এসময় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব সাইন্স কমিটির সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান সম্পাদক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সহযোগী সম্পাদকবৃন্দসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে SciFinder সাবস্ক্রিপশন অনুমোদন

সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং লাইফ এন্ড আর্থ সাইন্স অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ SciFinder সাবস্ক্রিপশনের জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক অনুমোদন করেছেন। উল্লেখ্য আগামী তিন বছরের জন্য SciFinder সাবস্ক্রিপশন বরাদ্দের অনুমোদন হয়েছে।

SciFinder সাবস্ক্রিপশন এর ফলে রসায়ন বিভাগ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ফার্মেসী বিভাগ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকাশিত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য (Journal, Conference paper, Abstract, Patent etc.) দ্রুত ও সহজে সংগ্রহ করতে পারবে যা মৌলিক গবেষণা তৈরি ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো SciFinder সাবস্ক্রিপশন এর অনুমোদন প্রদান এবং আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ২৩ জুন বিজ্ঞান এবং লাইফ এন্ড আর্থ সাইন্স অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান এবং গবেষণা পরিচালক ড. পরিমল বালাসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে SciFinder সাবস্ক্রিপশনের জন্য রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে গবেষণা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মাঝে গবেষণা সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি (Memorandum of Understanding-MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২৭ জুন জগন্নাথ বিশ্বিবিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্বিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে MoU চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন ও অন্যান্যরা

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এছাড়াও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান ও পরিচালক (গবেষণা) অধ্যাপক ড. পরিমল বালা স্বাক্ষী হিসেবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমেদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তির আওতায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপ্রযুক্তি, জিন প্রকৌশল, কৃষি প্রযুক্তি এবং জিনোমিকের বিভিন্ন শাখা (Plant and Environmental, Plant Pathology and Microbial, Plant Breeding and Agricultural, Cellular study of Plants, Fisheries, Wildlife and Biodiversity Conservation, Entomology, Animal, Plant and Agricultural, Soil, Water and Environmental Analysis) এর শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকরা গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নে; প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদানে; জার্নালের আদান প্রদানে; যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের আয়োজন; উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ কর্মসম্পাদন; উভয় প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট অত্যাধুনিক গবেষণাগার ব্যবহার; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মাঝে নিয়মিত পরিদর্শন; যৌথ প্রকাশনা ও যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের Patents প্রক্রিয়াকরণ এবং এছাড়া যৌথ উদ্দেশ্য অর্জনে যে কোন সহযোগিতা লাভ করবেন।

গবেষণা ও প্রকল্প

'Supervisory Skills for Officer' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

IQAC, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে তিন দিনব্যাপী (১, ৩ ও ৬ ফেব্রুয়ারি) ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে 'Supervisory Skills for Office' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

IQAC, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, IQAC-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. আইন-উল হুদা এবং অধ্যাপক ড. রাজিনা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিমান বাংলাদেশ-এর জেনারেল ম্যানেজার শাকিল মেরাজ প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।

'মুজিব ১০০ আইডিয়া' প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ৩০-এ স্থান এ্যাপ্লিকেশন বাস্তবায়নে ১০ লক্ষ টাকা ফান্ড অর্জন

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের তৈরি 'IoT Based Public Transport Management System Using Quick Response (QR) Code for Smart City (Bus)' প্রজেক্ট মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'মুজিব ১০০ আইডিয়া প্রতিযোগিতা ২০২১'-এ সেরা ৩০-এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এছাড়াও সিটি ইউনিভার্সিটি আয়োজিত Idea, Innovation & Invention প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

প্রস্তাবিত এপ্লিকেশনটি বাস্তবায়নের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি (২০২২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের Innovation Design and Entrepreneurship Academy (IDEA) হতে ফান্ড অর্জন করেছে।

Go Bangladesh এপ্লিকেশন-এর প্রজেন্টেশন উপস্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন ও অন্যান্যরা

এই উপলক্ষে, ৭ ফেব্রুয়ারি উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশনের আয়োজন করা হয়। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দসহ অন্যান্য শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য GO BANGLADESH এপ্লিকেশনটির টিম মেম্বার হিসেবে ছিলেন সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ জুলফিকার মাহমুদ, সাবেক শিক্ষক জাহিদুর রহমান এবং শিক্ষার্থী মোঃ মেহদী হাসান সৌরভ, জাহাঙ্গীর হোসাইন, রেজাউল করিম ও নিশাত মাহমুদ।

প্রকল্পটি মোবাইল এপ্লিকেশন ভিত্তিক একটি আধুনিক গণ-পরিবহন ব্যবস্থা, যা বর্তমান সিস্টেমের বিকল্প, নির্ভুল, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী। কিউআর কোড, ডিজিটাল ওয়ালেট, মোবাইল ব্যাংকিং-এর ট্রাকিং সিস্টেম ব্যবহার করে এপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আমরা যাত্রী, পরিবহন শ্রমিক ও পরিবহন মালিকদের একই ছায়াতলে আনা যাবে।

'Progress in Curriculum Development and Accreditation Process' শীর্ষক ওয়ার্কসপ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) আয়োজনে 'Progress in Curriculum Development and Accreditation Process' শীর্ষক ভার্চুয়াল ওয়ার্কসপে ২২ ফেব্রুয়ারি কলা অনুষদভুক্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি বিজনেজ স্টাডিজ অনুষদভুক্ত, ২৭ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত, ৩ মার্চ আইন অনুষদভুক্ত, ৬ মার্চ লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদভুক্ত, ৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিট এবং ১০ মার্চ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ওয়ার্কসপসমূহে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক প্রধান অতিথি এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কসপটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোপালগঞ্জ)-এর কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোজাহার আলী ও IQAC, জ.বি -এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. রাজিনা সুলতানা। এছাড়াও আলোচনা করেছেন IQAC, জ.বি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. আইন-উল হুদা। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন IQAC, জ.বি -এর পরিচালক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খান। ওয়ার্কশপ প্রোগ্রামে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষসমূহের ডিন, শিক্ষকবৃন্দ ও রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান।

'পেনশন ও ফাইল নোটিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি-এর আয়োজনে ১২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে 'পেনশন ও ফাইল নোটিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

'পেনশন ও ফাইল নোটিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খান-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, মডারেটর হিসেবে IQAC, জবি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. আইন-উল হুদা এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এর জেনারেল ম্যানেজার (বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার) শাকিল মেরাজ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'Quality Teaching' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

IQAC, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে শিক্ষকবৃন্দের অংশগ্রহণে 'Quality Teaching' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

IQAC, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ড.প্রতিভা রানী কর্মকার।

উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৩০ মে তারিখে কলা অনুষদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও আইন অনুষদের, ৩১ মে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুষদের এবং ১ জুন তারিখে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আইকিউএসি এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী (৫ ও ১৩ জুন) 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রশাসন ও মানব সম্পদ পরিদপ্তরের মহা-ব্যবস্থাপক (যানবাহন) শাকিল মেরাজ রিসোর্চ পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আইকিউএসি এর আয়োজনে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে চারদিনব্যাপী (৭, ৮, ৯ ও ১২ জুন) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রশাসন ও মানব সম্পদ পরিদপ্তরের মহা-ব্যবস্থাপক (যানবাহন) শাকিল মেরাজ রিসোর্চ পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আইকিউএসি-এর আয়োজনে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে চারদিনব্যাপী (১৪, ১৬, ১৯ ও ২৩ জুন) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার এবং সুশাসন (Good Governance) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার এবং সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৪ ও ১৯ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রোগ্রামার মোঃ মেহেদী হাসান এবং ১৬ ও ২৩ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপসচিব (a2i প্রোগ্রাম) খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চাটার) এবং উত্তম চর্চা (Best Practice)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আইকিউএসি এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চাটার) এবং উত্তম চর্চা (Best Prcactice)' শীর্ষক চারদিনব্যাপী (২০, ২১, ২২ ও ২৬ জুন) প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চাটার) এবং উত্তম চর্চা (Best Practice)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২০, ২১ ও ২৬ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রশাসন ও মানব সম্পদ পরিদপ্তরের মহা-ব্যবস্থাপক (যানবাহন) শাকিল মেরাজ এবং ২১ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন আইসিটি বিভাগের a2i প্রোগ্রামের মাস্টার ট্রেইনার মাহবুবুর

রহমান। ২০, ২১ ও ২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

‘তথ্য অধিকার, বাজেট এবং গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (জিপিএমএস)’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আইকিউএসি এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যলয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে তিনদিনব্যাপী (২৭, ২৮ ও ২৯ জুন) ‘তথ্য অধিকার, বাজেট এবং গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (জিপিএমএস)’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

‘তথ্য অধিকার, বাজেট এবং গভর্নমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস (জিপিএমএস)’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার

আইকিউএসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রশাসন ও মানব সম্পদ পরিদপ্তরের মহাব্যবস্থাপক (যানবাহন) শাকিল মেরাজ এবং মহা-ব্যবস্থাপক প্রিয়রঞ্জন মহাজন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কমিটি (APA), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের সহযোগিতায় ‘তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক র‍্যালি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর নেতৃত্বে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক র‍্যালির একাংশ

এসময় র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ), রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক সংবাদ

মঙ্গল শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রকাশনা প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মহাসমারোহে বাংলা বর্ষবরণ পালিত

মঙ্গল শোভাযাত্রা

মঙ্গল শোভাযাত্রা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যদিয়ে ১ বৈশাখ-১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ১৪ এপ্রিল, ২০২২ পুরানো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয় বাংলা নববর্ষ-১৪২৯। পহেলা বৈশাখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রার একাংশ

শোভাযাত্রাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে রায়সাহেব বাজার মোড় হয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিরে আসে। মঙ্গল শোভাযাত্রায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, রেজিস্ট্রার, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক, প্রক্টর, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, কর্মচারীসহ পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করেন।

মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য ‘প্রকৃতি’। শোভাযাত্রায় পাখির প্রতিকৃতি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বড় আকারের ফুল, মৌমাছি, পাতা ছাড়াও বাঘ ও পেঁচার প্রতিকৃতি স্থান পায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

মঙ্গল শোভাযাত্রা শেষে সকাল ১০.৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, “বাঙালি জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আশা করি, নতুন প্রজন্ম বাঙালির মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবে।”

এছাড়াও ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, “মনের কালিমা দূর করতে হলে আমাদের জাগ্রত হতে হবে। নীরবতা এক ধরনের অপরাধ-এ কারণেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নীরবতাকে ভঙ্গ করতে হবে।”

বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্ত

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সংগীত বিভাগের পরিবেশনায় নৃত্য ও দলীয় সংগীত, লোক সংগীত। এছাড়াও 'মনের মানুষ' ও 'ট্রাভেলার্স' ব্যান্ড দলের পরিবেশনায় ব্যান্ড সংগীত পরিবেশিত হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলে আনন্দে নেচে গেয়ে উদ্বেলিত ও উৎফুল্ল হয়ে বর্ষবরণকে আনন্দবহ করে তুলে।

প্রকাশনা প্রদর্শনী:
এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহিদ রফিক ভবনের নীচতলায় দিনব্যাপী 'প্রকাশনা প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। এতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সাময়িকী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ স্থান পায়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বরস্বতী পূজা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

করোনা মহামারীর কারণে সরকারি সাস্থ্যবিধি মেনে ৫ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব স্বরস্বতী পূজা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বরসতী পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করছেন উপাচার্য ও অনান্যরা

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির আহবায়কসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে উপাচার্য মহোদয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী-এর সভাপতিত্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল, প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল কাদের প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় পূজার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, এ বছর করোনা মহমারীর একটি পূজামন্ডপে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল বসন্ত বরণ উৎসব

"ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত।" প্রতি বছরে ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ উপলক্ষ্যে সশরীরে নানা রকম অনুষ্ঠান হলেও করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাংলা বিভাগের ঐতিহ্য ধরে রাখতে 'অনলাইফ হোক, আর অফলাইন- আজ বসন্ত' স্লোগানকে সামনে রেখে ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভার্চুয়াল বসন্ত বরণ ১৪২৮' অনুষ্ঠান আয়োজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ।

বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত বসন্ত বরণ উৎসবের বিশেষ মুহূর্ত

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে ছিলেন বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. পারভীন আক্তার জেমী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, "বসন্ত উৎসব বাংলা বিভাগের ঐতিহ্য। বিগত দিনের মতো সশরীরে উৎসব মুখর আয়োজন করা সম্ভব না হলেও আমরা ভার্চুয়ালে করেছি। বরণ করে নিয়েছি বসন্তকে। বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে বসন্তের শুভেচ্ছা।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "আমি যখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার হিসেবে যোগদান করলাম, তখন আমি খেয়াল করেছিলাম জগন্নাথের ভালোবাসা ও ফাল্গুনের রঙ। করোনাকালীন সময়ে সকল প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে ভালোবাসা হয়ে উঠুক স্বপ্ন রচনার বিন্তী। আর এই বিন্তী তৈরি করে দেয় বাংলা বিভাগ। বাঙ্গালী প্রতি বছরের এই দিনের অপেক্ষায় থাকে। বাংলা বিভাগ তার ঐতিহ্য ধরে রাখবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আরো সমৃদ্ধ হবে।"

প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এসময় তিনি বলেন, "প্রতি বছরের মতো এবারও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী বাংলা বিভাগ বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। বাংলা বিভাগের এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা যেমন বলি বারো মাসে তেরো পুজো তেমনি ফাল্গুন উৎসব আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহেলা বৈশাখ যেমন সারাদেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে তেমনি আরেকটি অনুষ্ঠান ফাল্গুন উৎসব। করোনার কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন অনেকটা স্থবির হয়ে আছে। তারপরও বাংলা বিভাগের এই আয়োজন আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। আমি আশা করবো পরবর্তী বছরে আমরা সশরীরে আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করবো।"

এছাড়াও ভাচুর্য়াল বসন্তবরণ অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগসহ ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের নৃত্য, গান ও আবৃত্তি পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বসন্তবরণ ১৪২৮ উদ্‌যাপন করে বাংলা বিভাগ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস 'চেতনায় একুশ' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা হতে একুশে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের উপস্থাপনায় ভাষা শহীদ রফিক ভবন প্রাঙ্গণে 'চেতনায় একুশ' শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিল- আবৃত্তি, গান, নৃত্য, মুকাভিনয়, নাট্য প্রযোজনা ও প্রবন্ধ পাঠের আসর আয়োজিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে 'চেতনায় একুশ' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্ত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আবৃত্তি সংসদের ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

'চেতনায় একুশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে ছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আবৃত্তি সংসদ, মুক্তমঞ্চ পরিষদ, মাইম সোসাইটি, উদীচি শিল্পীগোষ্ঠী এবং রঙ্গভূমি।

২০ ফেব্রুয়ারি রাতে উদীচি শিল্পীগোষ্ঠী, জবি সংসদের প্রযোজনায় 'একাঙ্কিকা' নাটক 'মৃত্যুঞ্জয়ী রফিক' এবং 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমি (জবিরঙ্গ)' এর প্রযোজনায় মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে রঙের বালতি, তুলি আর রঙ বেরঙের আল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার ছেয়ে গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যনাট্য তাসের দেশ' মঞ্চস্থ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের পরিবেশনায় কোর্স শিক্ষক ও সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার দে-এর নির্দেশনায় ৯ মার্চ বিভাগীয় ল্যাব রুমে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যনাট্য তাসের দেশ'।

নেপথ্যে দেহবিন্যাস তত্ত্বাবধান করেছেন বিভাগের প্রভাষক রুবাইয়া জাবীন প্রিয়তা ও কৃপাকনা তালুকদার। পোষাক ও দ্রব্য পরিকল্পনা করেছেন বিভাগের প্রভাষক আফরিন হুদা তোড়া, মঞ্চসজ্জা করেছেন আরিফুর, এলিন, শাহিনুল ইসলাম সাগর, আলিমুল এবং হৃদয়। সংগীত প্রয়োগে ছিলেন কানিজ, নাজিয়া, পরিচয়, ইমাম, ইব্রাহিম। ভাঁজপত্র নকশা করেছেন ঋতুপর্ণা সাহা।

'নৃত্যনাট্য তাসের দেশ' মঞ্চায়নের বিশেষ মুহূর্ত

নাট্য প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান শামস্ শাহরিয়ার কবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ড. সুদীপ চক্রবর্তী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. কামালউদ্দিন কবির প্রমুখ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণে মুজিব মঞ্চে 'স্বাধীনতার বাংলাদেশ' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

'স্বাধীনতার বাংলাদেশ' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্ত

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমানসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এস এম আকতার হোসাইন, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক প্রতিনিধি এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, 'স্বাধীনতার বাংলাদেশ' শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মাইম সোসাইটি, মনের মানুষ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি সংসদ, স্বপ্নবাজ, আবোল-তাবোল, ব্যান্ড ট্রাভেলার্স, মুক্তমঞ্চ পরিষদ (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমি (জবিরঙ), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জবি সংসদ-এর অংশগ্রহণে নাটক, আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত পরিবেশনা করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিশ্ব কবি রবন্দ্রীনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ মে বিভাগীয় অডিটরিয়ামে গানে-গানে জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ।

সংগীত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনমুখী গানের মাধ্যমে জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-সৃষ্টির গানগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। "হে নতুন দেখা দিক আরবার" গানটি সমবেতকণ্ঠে গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ঝুমুর আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং প্রভাষক নুসরাত জাহান প্রভার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

সংগীত বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিশেষ মুহূর্ত

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে একে একে বিভিন্ন গান পরিবেশন করেন সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এবং "ওই মহামানব আসে" গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এসময় কলা অনুষদের ডিন, ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক, শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে' অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীত' শীর্ষক নজরুল জয়ন্তী ৩১ মে বিভাগীয় অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগীত বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত নজরুল জয়ন্তীতে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, "শিক্ষার্থীদের নজরুলের জীবনমুখী ও সাম্যবাদী গান-কবিতা চর্চা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখন জড়তা ও বিকারগ্রস্ততার প্রভাব অনেক বেশি দেখা যায়। নজরুলের গান ও কবিতার চর্চা বাড়তে হবে। সাম্প্রদায়িকতা রোধে নজরুল চর্চার বিকল্প নেই।"

জয়ন্তীতে কবি নজরুল রচিত 'দাও শৌধ দাও ধৈর্য্য' গানটি সমাবেত কণ্ঠে গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পর্যায়ক্রমে নজরুলের জীবনী, মানুষ, সমাজ ও দেশ নিয়ে নজরুলের লেখা কবিতা-গান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। 'মোরা ঝঞ্জার মতো উদ্যাম' গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ঝুমুর আহমেদর এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ রইছ উদ্‌দীন, ছাত্র-কল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. ড. মোঃ আইনুল ইসলাম শিক্ষক সমিতির সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নমূলক সংবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

ভাষা শহীদ রফিক ভবনে ৩ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলিং সেন্টার-এর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কামাল মোঃ লুৎফর রহমান, পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ) অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ড. সানজিদা খান এবং উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ মিতা শবনম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিং সেন্টার-এর উদ্বোধনী র‍্যালি

কাউন্সিলিং কমিটির আহবায়ক হিসেবে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মাদ এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. আয়েশা সিদ্দিকা ডেইজী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য কাউন্সিলিং সেন্টার উদ্বোধনী দিনের শুরুতে উপাচার্যের নেতৃত্বে র‍্যালি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে সেন্টারে মানসিক স্বাস্থ্য পরিমাপন, নির্দেশনা ও সচেতনতামূলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিলিং কমিটির আয়োজনে 'সুস্থ মন সুস্থ জীবন, গড়ে তুলি সুন্দর ভুবন' স্লোগানকে সামনে রেখে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর নেতৃত্বে উদ্বোধনী র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে সচেতনামূলক বিভিন্ন প্লাকার্ড প্রদর্শিত হয়।

অগ্রণী ব্যাংক পক্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার হিসেবে প্রদানকৃত গাড়ি হস্তান্তর

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১২ আসন বিশিষ্ট একটি মাইক্রোবাস ২০ জানুয়ারি হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

অগ্রণী ব্যাংক পক্ষ থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার হিসেবে প্রদানকৃত (প্রতীকী) গাড়ি গ্রহণ করছেন উপাচার্য

গাড়ি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শামস-উল-ইসলামসহ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, প্রক্টর, পরিবহন প্রশাসকসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

চক্রাকার বাস সুবিধা পাবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে চালু হয়েছে চক্রাকার বাস সার্ভিস। এ উপলক্ষে ২৯ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত একটি দ্বিতল বাসের মাধ্যমে এ সেবা শুরু করা হয়।

নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত চক্রাকার বাস সার্ভিসের জন্য বাস উদ্বোধন করছেন উপাচার্য

বাসটির শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল, পরিবহন প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দ্বিতল বাসটি প্রতিদিন দুপুর দেড়টায় ও সন্ধ্যা সাতটায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে দয়াগঞ্জ, সায়েদাবাদ, খিলগাঁও রেলগেইট, মালিবাগ, মৌচাক, বাংলা মোটর, শাহাবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও গুলিস্তান হয়ে আবারো ক্যাম্পাসে ফিরে আসবে।

বিভাগীয় কার্যক্রম/সেমিনার

'বঙ্গবন্ধুর সমাজকল্যাণ ভাবনা: বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনার

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমাজকর্ম বিভাগের আয়োজনে 'বঙ্গবন্ধুর সমাজকল্যাণ ভাবনা: বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনার ১০ জানুয়ারি বিভাগীয় সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

'বঙ্গবন্ধুর সমাজকল্যাণ ভাবনা: বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাজিনা সুলতানার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী।

সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃদ উপস্থিত ছিলেন।

'টোটাল স্টেশন সার্ভে' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এলজিইডির উদ্যোগে ১৬ জানুয়রি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে 'Total Station Survey' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

ট্রেনিং প্রোগ্রামে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। এসময় বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, এলজিইডির উপ-প্রকল্প পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

Total Station Survey মূলত ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সাথে জরিপ কাজের সঙ্গে জড়িত একটি প্রযুক্তি। এটি দিয়ে দূরত্ব এবং কোন পরিমাপ, এলাকা গণনা, দূরবর্তী উচ্চতা পরিমাপ, ত্রিমাত্রিক স্থানাংক পরিমাপ, রিজেকশন, পয়েন্ট প্রজেকশন, ট্রাভার্স এডজাস্টমেন্ট ইত্যাদি কাজ করা যায়। এটি দিয়ে যেমন Cadastral Survey, Contour Survey কাজ সম্পন্ন হয়, তেমনি Details Topographical and Physical Feature এর বাস্তব চিত্র উঠে আসে।

'পরিবেশ বিপত্তি ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিউটন হাওলাদার-এর পিএইচডি গবেষণার উপর 'Multi-hazard Assessment and Management in the Coastal Area of Bangladesh' শিরোনামে উচ্চতর গবেষণামূলক উন্মুক্ত সেমিনার ৮ ফেব্রুয়ারি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আশরাফল-উল-আলম ও বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

"দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্যোগের কারণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ প্রশমন অবস্থার বিকাশ" বিষয়টি ছিলো এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। গবেষণাটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় এই উন্মুক্ত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

'পর্যটনে রোহিঙ্গা আশ্রয়নের নেতিবাচক প্রভাব' শীর্ষক উন্মুক্ত সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মহিউদ্দিন-এর পিএইচডি গবেষণার উপর 'Determining the Impact of Forced Rohingya Migration in Tourism at Coxs Bazar, Bangladesh' শিরোনামে উচ্চতর গবেষণামূলক উন্মুক্ত সেমিনার ১০ ফেব্রুয়ারি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

'বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় পর্যটনে রোহিঙ্গা অভিবাসনের প্রভাব নির্ধারণ' শীর্ষক দ্বিতীয় উন্মুক্ত সেমিনারে গবেষণায় তথ্য তুলে ধরা হয়।

বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মাদ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পিএইচডি'র তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মল্লিক আকরাম হোসেন এবং লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্সস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খন্দকার।

এছাড়াও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. পরিমল বালা, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মো. আশরাফ-উল-আলম, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুল ইসলাম, ও বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালিত

'গুণগত পরিসংখ্যান, উন্নত জীবনের সোপান' স্লোগানকে সামনে রেখে ২৭ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ২০২২' পালিত হয়েছে।

জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

এ উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালি ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান অনুষদ চত্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রদক্ষিণ করে নতুন একাডেমিক ভবনের সামনে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। র‍্যালিতে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শেখ গিয়াস উদ্দিনসহ বিভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ জুন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রতিবছর ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয়ভাবে পরিসংখ্যান দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে র‍্যালি

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সমাজকর্ম এসোসিয়েশন-এর আয়োজনে একটি র‍্যালি বের হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, সমাজবিজ্ঞান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শিপ্রা সরকারসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ ২০২২ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'নারীর সুস্বাস্থ্য ও জাগরণ'। এই মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বছর আন্তজার্তিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- 'টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য'।

'লাইব্রেরি ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লাইব্রেরি ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক ওয়ার্কসপ ১৫ মার্চ উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, লাইব্রেরি অটোমেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিমসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. এম নাসিরউদ্দীন মুন্সি, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক, লাইব্রেরিয়ান এবং অন্যন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কসপের প্রেজেন্টেশনের দায়িত্বে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আবু লায়েক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান (প্রোগ্রামার) মোঃ নাজমুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, ওয়ার্কসপে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কার্যক্রম ম্যানুয়াল সিস্টেম থেকে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া (লাইব্রেরি অটোমেশন) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় ।

'জীবন রসায়নে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে 'জীবন রসায়নে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান ৩১ মার্চ উপাচার্যের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

'জীবন রসায়নে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রকাশনা উপ-কমিটির সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. শামছুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকাশনা উপ-কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ইউজিসি অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

'Development History and Bangladesh: Why History Matters for Developments Practice?' শীর্ষক একক বক্তব্য

ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও Global Center for Innovation and Learning (GCFIL), USA-এর ২৫ মে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভার্চুয়াল কনফারেন্স রুমে 'Development History and Bangladesh: Why History Matters for Developments Practice?' শীর্ষক একক বক্তব্য প্রদান করেন Verginia, USA Gi James Madison University এর Professor Dr. Michael Gubser।

লেকচার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্বের বিশেষ মুহূর্ত

ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস সামাদের সঞ্চালনায় ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামসুন নাহারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

লেকচার প্রদান অনুষ্ঠানে GCFIL এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সাইফুল্লাহ সাদেকসহ ইতিহাস বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

'বাজেট ২০২২-২৩: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা' শীর্ষক সেমিনার

অর্থনীতি বিভাগের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে 'বাজেট ২০২২-২৩: প্রত্যাশা ও বাস্তবতা (Budget 2022-23: Expectations and Reality)' শীর্ষক সেমিনার ২২ জুন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

উপাচার্য বলেন, "প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং পূরণ করে দেখিয়েছেন। পদ্মা সেতু তারই প্রমাণ। বাস্তবিক অর্থে পদ্মাসেতু আমাদের সক্ষমতার প্রমাণ।"

ড. ইমদাদুল হক বলেন, "বিশ্বব্যাংক যখন আমাদের ছেড়ে গেল তখন আমরা হতাশ হইনি, বরং ঘুরে দাঁড়িয়েছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সক্ষমতা আরও বাড়ছে। তবে দেশকে এগিয়ে নিতে আরও বেশ কিছু দিকে নজর দিতে হবে।"

অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আজম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জিল্লুর রহমান এবং উক্ত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্ট্যাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'Insecticide and Health' শীর্ষক সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকুমার বেপারী এর অনুকূলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে 'Insecticide and Health' শীর্ষক এক সেমিনার ২৮ জুন ফার্মেসী বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্সস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার সেমিনারে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ফার্মাসিষ্টদের ভূমিকা ও অপার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত সেমিনারে সভাপতি হিসেবে প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. সুকুমার বেপারী নিরাপদ গবেষণা বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মানব দেহের উপর কীটনাশক এর প্রভাব, তার প্রতিকার এবং এ বিষয়ে গবেষণার সর্বশেষ অগ্রগতি শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সহ-গবেষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন Pharmaceutical Sciences এর গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

'Chemical Management and Safety Measures: Recent Incidents' শীর্ষক ওয়েবিনার

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশন এর আঞ্চলিক কমিটি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের আয়োজনে 'Chemical Management and Safety Measures: Recent Incidents' শীর্ষক এক ওয়েবিনার ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমরা নড়েচড়ে বসি, আইনের ব্যবহার শুরু হয়। ঘটনা না ঘটলে আমাদের টনক নড়ে না। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন আইন আছে, এগুলোর প্রয়োগ করতে হবে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সবসময় এসবের ব্যবস্থাও নেন না। আবার আমাদের সচেতনতারও অভাব রয়েছে। বিভিন্ন দুর্ঘটনার পর সরকার সাভারে ট্যানারি কারখানাগুলো স্থানান্তর করতে চেয়েছিলো কিন্তু ব্যবসায়ীদের রাজি করানো যায়নি। দেশের স্বার্থে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ও সচেতনতা বিষয়ে মানুষকে জানাতে হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এসব আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।"

তিনি আরও বলেন, "সারা বাংলাদেশে আমাদের রসায়ন বিভাগ প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই অর্জনে আমরা গর্বিত। আমরা এই ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "পুরান ঢাকার বেশিরভাগ জায়গায় রাসায়নিক দ্রব্যের গোডাউন। এখানকার জায়গাগুলো আগুনের কুণ্ডুলির মতো। মানুষ অনেক ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করে। নিমতলীর ঘটনার পর সরকার এই কেমিক্যাল গোডাউন সরানোর উদ্যোগ নিয়েছিলো। কিন্তু তাও কোথাও যেন একটা গলদ রয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা এই মিটফোর্ড, চকবাজার, বংশাল, বাবুবাজার এলাকাতেই কেমিক্যাল স্টোর করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সময় এসেছে রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে ধারণা রাখার। এসকল সভা-সেমিনারের আরও আয়োজন করতে হবে। সব রাসায়নিক দ্রব্য ক্ষতিকর নয়, এটাও আমরা জানি না। পুরান ঢাকা থেকে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সরানোর উদ্যোগ নিতে হবে।"

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আল নাকিব চৌধুরী বলেন, রাসায়নিক কারখানায় শিশুদের ব্যবহার করা হয়। এটা শিশুশ্রম হিসেবে নিন্দনীয় এবং ভয়াবহ। রাসায়নিক কারখানায় কাজ করা অনেকেই- এই ধরণের ব্যবহার সম্পর্কে জানেন না। রাসায়নিক দ্রব্যের ভয়াবহতা আমরা নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে দেখেছি। সীতাকুণ্ডের ঘটনার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য দায়ী না হলেও কন্টেইনার ভর্তি রাসায়নিক দ্রব্য সেখানে বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিলো। রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কে জানা সকলের মৌলিক অধিকার। তাই মাধ্যমিক থেকে পাঠ্যপুস্তকে এবিষয়ে পড়াতে হবে। সরকারের পলিসি লেভেলেও আমরা এবিষয়ে দাবি জানিয়েছি।"

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. এ. কে. এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে এবং রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাফিস আহমদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. ইয়াসির আরাফাত খান ও বাংলাদেশ বিস্ফোরক বিভাগের উপ-প্রধান পরিদর্শন ড. মো. আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি/মানববন্ধন/র‌্যালি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২' উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক-এর পক্ষে ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন ও অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমান শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, পরিচালক, সহকারী প্রক্টর, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বীর শহীদদের স্মরণে নিরবতা পালন করা হয়।

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

এছাড়াও 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২' উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০১ মিনিটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়স্থ শহীদ মিনারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, শিক্ষক, প্রভোস্ট, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, পরিচালক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বীর শহীদদের স্মরণে নিরবতা পালন করা হয়।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ স্ব-স্ব ব্যানার নিয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। জগন্নাথ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি (জবিকস), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব, কর্মচারী সমিতি, সহায়ক কর্মচারী সমিতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চলচ্চিত্র সংসদ, ডিবেটিং সোসাইটি, আবৃত্তি সংসদ, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জবি সংসদ, ফটোগ্রাফিক সোসাইটি, আইটি সোসাইটি, মাইম সোসাইটি, রঙ্গভূমি (জবিরঙ্গ), সায়েন্স ফিকশন সোসাইটি, ফিল্ম ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাব, বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট, বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস, রেঞ্জার ইউনিট, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষে থেকে একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

এদিকে, ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী ভাষা শহীদদের স্মরণে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়।

২৫ মার্চ কালরাত্রি ও গণহত্যা দিবস উপলক্ষে স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্ক্রল পেইন্টিং অংকন

২৫ মার্চ কালরাত্রি ও গণহত্যা দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাশহিদ রফিক ভবন চত্বরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ভয়াল কালরাত স্মরণ করা হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এক মিনিটের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর নেতৃত্বে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

২৫শে মার্চ কালরাত্রি ও গণহত্যা দিবস উপলক্ষে স্মরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

চারুকলা বিভাগকে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপাচার্য বলেন, "আমি মনে করি, আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক কিছুই জানে না। এই অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করার মাধ্যমে আমাদের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে শিক্ষার্থী যারা, তারা আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস, আমাদের যে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এই সম্পর্কে জানতে পারবে। আমাদের নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। "

পরবর্তীতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনার চত্বরে চারুকলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ২০ফুট/৬ফুটের বিশালাকৃতির স্ক্রল পেইন্টিং অংকন করা হয়।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, প্রক্টর, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নীল দল, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি এবং বিভিন্ন সংগঠন একে একে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফর রহমানসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক প্রতিনিধি এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বাদ যোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

নবীনবরণ/বিদায় অনুষ্ঠান

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, আই.ই.আর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ২০২২ সালের এসএসসি পরিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৬ জুন স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

পোগোজ ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, আই.ই.আর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ মনির হোসেনের সভাপতিত্বে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়। এসময় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগ/যোগদান

ডিন (লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্সস অনুষদ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্সস অনুষদভুক্ত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান-কে ৪ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

ডিন (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা-কে ৭ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিন (বিজ্ঞান অনুষদ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান-কে ১৬ জুন হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিন (আইন অনুষদ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ-কে ১৬ জুন হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উক্ত অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (ফিন্যান্স বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছগীর হোসেন খন্দকার-কে ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (ইংরেজি বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মমিন উদ্দীন-কে ১৭ ফেব্রুয়ারি হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (ফার্মেসী বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন-কে ১ এপ্রিল হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (সংগীত বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ঝুমুর আহমেদ-কে ৯ মে হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আতিয়ার রহমান-কে ২৫ মে হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (মনোবিজ্ঞান বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আকরাম উজ্জামান-কে ১৬ জুন হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের-কে ২৮ জুন হতে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালক (জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস-কে ৩ মার্চ হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পরিচালক (আইসিটি সেল)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য্য-কে ৩ মার্চ হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আইসিটি সেল-এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সহযোগী পরিচালক (আইসিটি সেল)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ জুলফিকার মাহমুদ-কে ৩ মার্চ হতে আইসিটি সেল-এর সহযোগী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সহকারী প্রক্টর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহনাজ পারভীন, শিক্ষা ও গবেষণা ইউস্টিটিউট-এর সহকারী অধ্যাপক কাজী ফারুক হোসেন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাঃ খালেদ সাইফুল্লাহ্-কে ১ মার্চ হতে পূর্বের নিযুক্তির ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সহকারী প্রক্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

হাউজ টিউটর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. লিজা খানম-কে ৩ মার্চ হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর হাউজ টিউটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সহকারী হাউজ টিউটর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বুশরা জামান এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামীমা আক্তার-কে ৩ মার্চ হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল-এর সহকারী হাউজ টিউটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিগ্রি/সম্মাননা/সদস্যপদ/অংশগ্রহণ

ড. পৃথা রায়
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পৃথা রায় সম্প্রতি জাপানের Kyushu Institute of Technology থেকে "Investigation on Probable Approaches to Enhance Efficiency of Transfarent Dye-Sensitized Solar Cell" শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মোছাঃ মারিয়া রহমান
রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোছাঃ মারিয়া রহমান জাপানের Kumamoto University থেকে 'Functionalization of hybrid polymer hydrogel networks webbed with nanoparticles as a multiple-crosslinker' শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ
অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ জাপানের Shimane University থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু হলো- Alzheimer`s disease নামক মডেল ইদুরের ওপর গবেষণা করে Brain cell membrane এর Plasmalogen নামক Phospholipid গুরুত্বপূর্ণ Biological function বের করতে সক্ষম হয়েছেন।

ড. মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল কাদের সম্প্রতি বেলজিয়ামের ব্রেই ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসেলস থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু হলো: 'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্ভূত ঝুঁকির পারিসরিক বিশ্লেষণ ও প্রশমন কৌশল'।

ক্রীড়া সংবাদ

জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা ২০২২-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দলের অংশগ্রহণ

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ২১ ও ২২ জানুয়ারি ৩৭তম জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জুডো দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জুডো দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

এসময় পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম, ক্রীড়া উপ-কমিটি (ইনডোর গেমস)-এর আহবায়ক ড. মোহাম্মদ আরিফউল ইসলামসহ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তাহমিদুল তানজিম, এম কে মারুফ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের আকিব হায়দার ইমন উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন মাঠে '৪র্থ অন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২২ (ছাত্র-ছাত্রী) সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী' ৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েল ক্রীড়া উপ-কমিটি (ভলিবল, বাস্কেটবল হ্যান্ডবল) আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৪র্থ আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন উপাচার্য

উল্লেখ্য ছাত্রদের মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয় অর্থনীতি বিভাগ এবং রানার্স-আপ হয় মনোবিজ্ঞান বিভাগ এবং ছাত্রীদের মধ্যে ভলিবল প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ এবং রানার্স-আপ হয় অর্থনীতি বিভাগ। ছাত্রদের মাঝে সেরা খোলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী তামিম হাসান এবং ছাত্রীদের মাঝে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রোকসানা খাতুন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্বাধানে ছিল শরীরচর্চা শিক্ষাকেন্দ্র বিভাগ।

সংগঠন কার্যক্রম

বিএনসিসি'র পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিধান

বিএনসিসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট-এর ৩৫ জন ক্যাডেট কর্পোরাল ও ল্যান্স কর্পোরালে পদোন্নতি লাভ করে। এ উপলক্ষে ২ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বিএনসিসি'র পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেন।

উপাচার্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন

এসময় বিএনসিসি কোম্পানি কমান্ডার পিইউও আতিয়ার রহমান, প্রক্টরসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেটদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতা ও কাজের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে প্রতি বছর পদোন্নতিপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের ব্যাজ প্রদান করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গিবাদ বিরোধী সেমিনার

সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৯ জানুয়ারি 'জাগো তারুণ্য রুখো জঙ্গিবাদ' স্লোগানকে সামনে রেখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে জঙ্গিবাদ বিরোধী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে আলোচকের বক্তব্যে জঙ্গিবাদ বিরোধী সচেতনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

জঙ্গিবাদ বিরোধী সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার

এছাড়াও সেমিনারে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, বাংলাদেশ ব্লু-ইকোনোমি ক্যাম্পেইনের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান হেলাল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট নাসরিন সিদ্দিকা লিনা, বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ)-এর সভাপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. কামরুল হাসান রিপন আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে আলোচকগণ বর্তমান সরকারের জঙ্গিবাদ বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমের দিক তুলে ধরেন। সেই সাথে শুধুমাত্র জঙ্গিদের শাস্তির আওতায় আনলেই জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন। এর সাথে সাথে জঙ্গিবাদের উসকানিদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির আওতায় আনার জোড় দাবি জানান।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম ফরাজী ও সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসাইন বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন 'আজ সারাবেলা'র সম্পাদক জব্বার হোসেন এবং সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের পরিচালক কানতারা খান।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, সহকারী প্রক্টর, শিক্ষার্থী ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত শিক্ষার্থীসহ সবাই এসময় জঙ্গিবাদ বিরোধী শপথ গ্রহণ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ

সম্প্রতি (১২ নভেম্বর, ২০২১) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসেবে চারুকলা বিভাগের ১২তম ব্যাচের মোঃ আরাফাত ইসলাম আমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের ১২তম ব্যাচের নিলয় দেব সহ পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়।

এ উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ-এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ

৭ জানুয়ারি (২০২২) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২২-২০২৩ গঠিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসেবে আব্দুল্লাহ আল রাহাত এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামসহ দুই স্তর বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

এই উপলক্ষে ১৩ জানুয়ারি (২০২২) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ-এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের মডারেটর এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ মহিউদ্দিনসহ নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির নতুন কমিটি গঠিত নব-নির্বাচিত শপথ গ্রহণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির নব-নির্বাচিত কমিটির শপথ অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা ১৬ জানুয়ারি উপাচার্য মহোদয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক প্রধান অতিথি ও ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, অর্থ ও হিসাব দপ্তরের পরিচালক এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. কাজী মোঃ নাসির উদ্দীন, নির্বাচন কমিশনারগণ ও নব-নির্বাচিত কমিটির সভাপতি এরশাদ মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাজ্জাদ হোসেনসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রোভার স্কাউটসের সচেতনতামূলক অভিযান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রোভার স্কাউটসের সচেতনতামূলক অভিযান পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে চলে। এ উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এসময় ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, প্রক্টরসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সচেতনামূলক অভিযানে রোভার স্কাউটের সদস্যরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে করোনা মোকাবেলায় 'সামাজিক দূরত্ব বাজায় রাখা', 'সরকারি স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা', 'নিজে মাস্ক পরা ও অন্যকে মাস্ক পরতে উৎসাহ প্রদান করা'সহ নানাবিধ নির্দেশনা প্রচার করে।

বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠিত

বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২২)-এর মনোনয়ন ১ জানুয়ারি গঠিত হয়। কার্যকরী পরিষদে সভাপতি হিসেবে আইন বিভাগের ১৩তম ব্যাচের মাহিয়ান এ কে মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বাংলা বিভাগের ১৪তম ব্যাচের রাসেল আকন্দসহ ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

এ উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের নতুন কার্যকরী পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান-এর সাথে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় বাঁধন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের উপদেষ্টা ও একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নানসহ নতুন কার্যকরী পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় লাভ

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২২' এর প্রথম পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৩ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ' দলকে ৩-০ ব্যালটে হারিয়ে জয়ী হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (জেএনইউডিএস) এর 'একাত্তরের গণহত্যা ভাস্কর্য দল'।

জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জয়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক দল

'ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করছে'- এই বিষয়ের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জয়লাভ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিতার্কিক দল। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (জেএনইউডিএস) এর দলনেতা দ্বীন ইসলাম। জয়ী দলটিতে বিতার্কিক হিসেবে অংশ নেয় শোয়াইব আকাশ ও অংকন বিশ্বাস, যারা তাদের যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এ সময় বিতার্কিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেফতাহুল হাসান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

২৪ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ২০২২-এ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আজকের পত্রিকার রিপোর্টার মোস্তাকিম ফারুকী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদের প্রতিনিধি আরমান হাসান।

কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক আস্থার নজরুল ইসলাম। এছাড়াও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে দৈনিক খোলা কাগজের মুজাহিদ বিল্লাহ নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা ট্রিবিউনের সুবর্ণ আসসাইফ।

উপাচার্য ও ট্রেজারার-এর সাথে নব-নির্বাচিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ

প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন নিউজবাংলা ২৪-এর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মেহেরাবুল ইসলাম সৌদিপ ও অর্থ সম্পাদক পদে এনটিভি অনলাইনের আহনাফ তাহমিদ ফাইয়াজ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ জার্নালের অনুপম মল্লিক আদিত্য ও রাইজিং বিডির মো. মেহেদী হাসান।

ফলাফল ঘোষণার পর নব-নির্বাচিত কমিটির নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন উপাচার্য ড. মো. ইমদাদুল হক ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা ও বিডি নিউজ-এর স্টাফ রিপোর্টার কাজী মোবারক হোসেন, নির্বাচন কমিশনার ও এনটিভি অনলাইনের স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিষ্ঠাকালীন দপ্তর সম্পাদক ফখরুল ইসলাম শাহীন, নির্বাচনের সমন্বয়ক সদ্য সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সাদেক ও সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক জগেশ রায়সহ প্রেসক্লাবের নতুন নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রোভার স্কাউটস গ্রুপের বার্ষিক শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

'সবার প্রতি আহবান, শীতার্তদের পাশে দাঁড়ান' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের আয়োজনে ২৬ জানুয়ারি বার্ষিক শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি (২০২২) অনুষ্ঠিত হয়।

রোভার স্কাউটস গ্রুপের বার্ষিক শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম, প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল, অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মু. ওমর আলী ।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার সদস্যরা শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এছাড়াও রোভার স্কাউটসদের একটি দল শীতবস্ত্র নিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চল কুড়িগ্রাম জেলায় বিতরণ করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমির নতুন কার্যনির্বাহী পর্ষদ গঠিত

২৩ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমির (জবিরঙ্গ) নতুন কার্যনির্বাহী পর্ষদ ২০২২-২৩ গঠিত হয়। কার্যকরী পর্ষদে সভাপতি হিসেবে নাট্যকলা বিভাগের ১২তম ব্যাচের মাসফিকুল হাসান টনি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে একই বিভাগের ও ব্যাচের সোলায়মান খান আপনসহ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

এ ২৬ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমির নতুন কার্যনির্বাহী পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল-এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমির প্রধান উপদেষ্টা ও নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ কামালউদ্দিন খানসহ নতুন কার্যকরী পর্ষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গেমিং অ্যাপস 'আমার বঙ্গবন্ধু' সম্পর্কে ভার্চুয়াল আলোচনা শেষে উপাচার্যের সাথে বিএনসিসি সৌজন্যে সাক্ষাৎ

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গত ১৬ জানুয়ারি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং বিএনসিসি অধিদপ্তর-এর যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন বৃত্তান্ত ও জীবনাদর্শ নিয়ে নির্মিত 'আমার বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গেমিং অ্যাপস-এর উদ্বোধন করা হয়।

এ উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি রমনা রেজিমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভা শেষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি কন্টিনজেন্ট ক্যাডেটবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হকের সাথে তার কার্যলায় সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন। এসময় পিইউও আতিয়ার রহমান, সিইউও মোঃ মামুন শেখ, আর্মি স্টাফ এবং বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য 'আমার বঙ্গবন্ধু' অ্যাপ-এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ডিজিটাল প্লার্টফর্মে সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গেমিং অ্যাপটি ব্যবহারে বঙ্গবন্ধুর

দেশপ্রেম, আদর্শ এবং নেতৃত্বের গুণাবলিতে বলীয়ান হওয়ার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী একটি জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।

গেমিং অ্যাপস 'আমার বঙ্গবন্ধু' সম্পর্কে ভার্চুয়াল আলোচনা শেষে উপাচার্যের সাথে বিএনসিসি সৌজন্যে সাক্ষাৎ

আমার বঙ্গবন্ধু মোবাইল গেমিং অ্যাপটি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় তৈরি এমন একটি গেইম যা খেলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনী সহজভাবে জানতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধু আদর্শে দেশপ্রেম তথা নেতৃত্বের গুণাবলিতে উজ্জীবিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ জীবনী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলা এবং ইংরেজিতে তৈরি করা হয়েছে অ্যাপ ভিত্তিক গেইম "আমার বঙ্গবন্ধু"। গেমটি সবার নিকট ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে।

তরুণ কলামের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মহান বিজয় দিবস ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের আন্তঃশাখা বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২১'-এ সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিজয়ী হয়েছে 'বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা'।

১৪ ফেব্রুয়ারি সংগঠনটির ফেসবুক পেজে সম্পাদকীয় পর্ষদ নিজাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন আজাদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শফিক বাপ্পী।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনটি পর্বে ১০টি শাখা অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিজয়ী এবং সেরা বক্তা হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী দলীয় সাংসদ তানভীর আহমেদ তালুকদার। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা তিন বিতার্কিক হলেন- মাঈন আল মুবাশ্বির, শারমিন সুলতানা নিশি, মেহেদী হাসান।

'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের পরিভ্রমণ ২০২২'

২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ (২০২২) পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। এ উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের পরিভ্রমণে অংশগ্রহণকারী দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, রেজিস্ট্রার এবং প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।

'অমর একুশের চেতনায় মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সংকট উত্তরণ' শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আয়োজনে 'সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়' স্লোগানকে সামনে রেখে 'অমর একুশের চেতনায় মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সংকট উত্তরণ' শীর্ষক সেমিনার ২৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইসরাফিল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, "তরুণরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং ভাষার শুদ্ধতা চর্চায় তরুণদের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।"

প্রধান আলোচক সেলিমা হোসেন বলেন, "বর্তমানে বাংলা ভাষায় বিকৃতরূপ ঘটছে। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য রক্ষার্থে তরুণদের অনুবাদ সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি। বাংলা ভাষার এই ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার। ভাষার ঐতিহ্য রক্ষার্থে শুদ্ধ চর্চার প্রয়োজন।"

সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন

তিনি আরো বলেন, "একুশ মানে মাথা নত করা নয়। আমাদের স্বাধীনতার মূলে একুশের চেতনাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রথমে নিজের ভেতরে লালন করে কিভাবে সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বের সব জাতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ এ কে এম লুৎফর রহমান এবং পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম।

এছাড়াও বিশেষ বক্তা হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্বদ্যিালয় শাখার সভাপতি মোঃ ইব্রাহীম ফরাজী এবং সাধারণ সম্পাদক এস. এম আকতার হোসাইন। সেমিনারটিতে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমরান হুসাইন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ১০ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম

সদস্য এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি, সম্মানীত অতিথি ও বক্তাগণ

আলোচনা সভায় সম্মানীত অতিথি হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ ইব্রাহীম ফরাজীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজম্মেল হক, আইন সম্পাদক কাজী নজিবুল্লাহ হিরু, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম বাবু এম পি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী লেখক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এস. এম. আকতার হোসাইন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত

২৯ জানুয়ারি (২০২২) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২২-২০২৩ গঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ২০ মার্চ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এর সাথে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটির মেন্টর অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য্য, প্রক্টর, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২২-২০২৩ এর সভাপতি ফিন্যান্স বিভাগের শামীম আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক একই বিভাগের মোঃ ইমন মিয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক কর্মচারী কল্যাণ সমিতি নতুন কমিটি গঠন

১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক কর্মচারী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ২০ মার্চ নব নির্বাচিত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এর সাথে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এসময় প্রক্টর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি মো. আবু সাঈদ এবং সাধারণ সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের আয়োজনে 'বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও গণমাধ্যম' শীর্ষক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহ মোঃ নিসতার জাহান কবির, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ ইব্রাহিম ফরাজী, সাধারণ সম্পাদক এস এম আকতার হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন উপাচার্য, ট্রেজারার ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি মোস্তাকিম ফারুকীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু" বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রুবেল হোসেন, দ্বিতীয় আইন বিভাগের শিক্ষার্থী পূরবী দাস এবং তৃতীয় হয়েছেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী রোখসানা নাজনীন তৃহা।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটির নতুন কমিটি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ফিন্যান্স বিভাগের ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নিয়াজ মাহমুদ সজীব এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন চারুকলা বিভাগের ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সাদিয়া ইসলাম ইফতি।

১১ এপ্রিল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির মডারেটর ও ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দ্বীন ইসলামের সুপারিশক্রমে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক কার্যনির্বাহী পরিষদের নতুন কমিটি অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন:- সহ-সভাপতি মো. ইসমাইল মজুমদার, জান্নাতুল ফেরদৌস মীম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখী বড়াল, কোষাধ্যক্ষ মো. নাইমুল হাসান সুপ্ত, সাংগঠনিক সম্পাদক তামান্না ইসলাম বৃষ্টি, দপ্তর সম্পাদক মো. মিনহাজুল ইসলাম, প্রকাশনা ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক প্রান্ত খান, সহকারী প্রকাশনা ও যোগাযোগ সম্পাদক মারদিয়া রহমান, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক আমানুল হাসনাত সাকিব, অনুষ্ঠান ও কর্মশালা সম্পাদক মো. রেজোয়ান কবির রিজভী, সহকারী অনুষ্ঠান ও কর্মশালা সম্পাদক মো. বেলায়েত হোসেন।

বিএনসিসি ক্যাডেটদের পদোন্নতি, দায়িত্ব হস্তান্তর ও বিদায় অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কন্টিনজেন্ট এর উদ্যোগে ক্যাডেটদের পদোন্নতি, দায়িত্ব হস্তান্তর ও বিদায় অনুষ্ঠান ১১ এপ্রিল উপাচার্য মহোদয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

উপাচার্য, ট্রেজারার ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সাথে পদোন্নতিপ্রাপ্ত **বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ**

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, "বিএনসিসি স্বাধীনতার শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বিএনসিসি দেশের কাজে সব সময় পাশে থেকে আমাদের সহযোগিতা করে। এই বিএনসিসি দেশ গঠন ও দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবে এবং তাদের সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনসমষ্টি দ্বারা আমরা উপকৃত হবো। এসময় তিনি বিএনসিসি অগ্রগতি ও উত্তর উত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন পিইউও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আতিয়ার রহমান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিএনসিসির অন্যান্য সদসবৃন্দ।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫ সাল থেকে। বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিএনসিসি '১ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন রমনা রেজিমেন্ট' এর অধীনে রয়েছে। এতে ৬টি প্লাটুন রয়েছে, যার মধ্যে ৩টি ছেলেদের ও ৩টি মেয়েদের। প্রত্যেক প্লাটুনে ৩৩ জন করে ক্যাডেট আছে।

'চৈত্র সংক্রান্তি' উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলা মাস চৈত্রের শেষ দিন বা 'চৈত্র সংক্রান্তি' (৩০ চৈত্র)। এই উপলক্ষে ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে শান্ত চত্বরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

চৈত্র সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ও ব্যাজ প্রদান ক্যাম্প ২০২২ অনুষ্ঠান

সাফল্যের ৫৯তম বছরে পদার্পনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট (পিআরএস) অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ মে) বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ও ব্যাজ প্রদান ক্যাম্প ২০২২-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ১২ মে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (মানবাধিকার) মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের ঢাকা জেলা রোভার অধ্যাপক মুহাম্মদ এনামুল হক খান এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের ঢাকা জেলা রোভারের সম্পাদক সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম ও প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন।

কৃতি রোভার স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন ট্রেজারার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েল রোভার-ইন-কাউন্সিলের সভাপতি মোল্লা মামুন হাসান ও আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় বিভাগীয় ফলাফলের ভিত্তিতে কৃতি রোভার স্কাউট ও মেধাবী শিক্ষার্থী নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মোঃ এনামুল হাসান কাওসার, লোক প্রশাসন বিভাগের রাকিবুল ইসলাম, মনোবিজ্ঞঅন বিভাগের মেহেদী হাসান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শারমিন আক্তার, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী রনি দেবনাথ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তন্ময় সরকার, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সোহেল মিয়া, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মুস্তাফিজুর রহমানের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

এবছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ থেকে ১১০জন নতুন সহচর দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সদস্য পদ লাভ করে। ১৪ মে রোভার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাহাদুরপুর, গাজীপুরে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভারদের তাঁবুবাস, দীক্ষা ও ব্যাজ প্রদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জবি সংসদের ৭ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'শ্রেণিভেদ ভাঙ্গি শোষিতের, সম্প্রীতির মালা গাঁথি ভেদাভেদ নাশে' স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের ৭ম সম্মেলন ১৮ মে অবকাশ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহঃ সাধারণ সম্পাদক সংগীতা ইমাম।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের প্রধান উপদেষ্টা দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি বেলায়েত হোসেন এবং সদস্য হাসান মাহমুদসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদীচী, জবি সংসদের ৭ম সম্মেলনের উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা ও বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর আলোচনা, সদস্যদের অংশগ্রহণে গাণ ও কবিতা আবৃত্তি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শেষে নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক নির্মিত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী (২৪-২৫ মে ২০২২) সাম্প্রতিক নির্মিত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন ২৪ মে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, "আমাদের ঐতিহ্য, চেতনা রক্ষায় চলচ্চিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। আমাদের নাই অনেক, কিন্তু আমাদের সুন্দর মন রয়েছে। এই সুন্দর মন দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।" এসময় তিনি ফিল্ম ক্লাবের মাধ্যমে ভালো ভালো ফিল্ম ও ডকুমেন্টরি তৈরি করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন এবং সারা বিশ্বে প্রদর্শন করার মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ডকুমেন্ট তৈরি করার আহ্বান জানান।

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদ আহমদ হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন চারুকলা বিভাগের চেয়ারম্যান, পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ), শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল হোসেন, ফিল্ম ক্লাবের সভাপতি ওয়ারেছ কুরনী এবং সাধারণ সম্পাদক শারমিন সুলতানা রানীসহ অন্যান্যরা।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার

উল্লেখ্য ২৪ মে নূরুল আলম আতিক পরিচালিত 'লাল মোরগের ঝুঁটি' ও এন রাশেদ চৌধুরী পরিচালিত 'চন্দ্রাবতী কথা' এবং ২৫ মে সাইদুল আনাম টুটুল পরিচালিত 'কালবেলা' ও মাসুদ পথিক পরিচালিত 'দ্য লস্ট মাদার' চলচ্চিত্রসমূহ প্রদর্শিত হয়।

উদীচী, জবি সংসদের আয়োজনে 'বর্ষাকল্প ১৪২৯' অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের উদ্যোগে ভাস্কর্য চত্বরে 'এসো করো স্নান নবধারা জলে' স্লোগানকে সামনে রেখে ১৫ জুন 'বর্ষাকল্প ১৪২৯' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

'বর্ষাকল্প ১৪২৯' অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ট্রেজারার

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদীচী সবসময়ই বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন করে গেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদও সে ক্ষেত্রে কোন অংশে কমতি রাখেনি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডের পর উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরাই প্রথম তার প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন বলে স্মৃতিচারণ করেন তিনি। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য এ ধরণের আয়োজনের বিকল্প নেই।"

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান অভিনেতা ও নাট্যজন মাসুম আজিজ এবং গণসংগীতশিল্পী ও সংগীতে অবদানে একুশে পদকপ্রাপ্ত, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উদীচী জবি সংসদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও নাট্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব কুমার দে। সংগঠনটির সভাপতি আহসান হাবীব বিপু এর সভাপতিত্বে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে (সকাল ১১টা-বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত) উদীচী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের নানাবিধ পরিবেশনার পাশাপাশি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি সংসদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গভূমি অংশগ্রহণ করে। শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মাহমুদুল হাসান। আরও সংগীত পরিবেশন করেন সংগঠনটির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাস।

সন্ধ্যায় হতে রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যান্ডদল আবোল তাবোল, ট্রাভেলার্স, স্বপ্নবাজি, রিজেক্টেড ও মনের মানুষ ব্যান্ডদলগুলো নতুন একাডেমিক ভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করে।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহত সকল পেশার মেহনতী মানুষকে উৎসর্গ করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী র‍্যালি

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মাদকবিরোধী ফোরামের আয়োজনে ২৬ জুন মাদক বিরোধী এক র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য ভবনের সামনে থেকে 'নেশা ছেড়ে কলম ধরি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি' এবং 'জীবনকে ভালোবাসেন, মাদক থেকে দূরে থাকেন' নানা স্লোগানসমূহকে সামনে রেখে মাদকবিরোধী র‍্যালি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

মাদকবিরোধী র‍্যালির একাংশ

মাদক বিরোধী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, "সারা বিশ্বের ন্যায় মাদক বিরোধী দিবসটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত হচ্ছে। আমাদের ক্যাম্পাস আমাদের বেড়ে ওঠার জায়গা। এখানে শিক্ষার্থীরা সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা করবে, গবেষণা যুক্ত হবে। সেই সাথে মাদককে না বলতে শিখবে। সকল শিক্ষার্থীকে আমরা আমাদের এই পতাকা তলে নিয়ে ক্যাম্পাসকে মাদক মুক্ত রাখবো। আজকের দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।"

র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল বলেন, ক্যাম্পাসকে মাদকমুক্ত রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি মাদক বিরোধী সংগঠন অনেক ভূমিকা রাখতে পারে। সবাই যদি একটু সচেতন হয় তাহলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাদকের সকল অপতৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে। মাদক শুধু নিজের ক্ষতি করে না, পরিবারের অনেক বড় ক্ষতি করে। এজন্য সবাইকে সচেতন করবো।"

র‍্যালিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মাদক বিরোধী ফোরামের শিক্ষক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ রোভারের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারো বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত "ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করেছে দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ। ২৭ জুন জাতীয় কাউন্সিলের ৫০তম (সুবর্ণ জয়ন্তী) বার্ষিক সাধারণ সভায় এ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করে বাংলাদেশ স্কাউটস। এ বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ থেকে ১৮ জন রোভার এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে।

এবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যাল থেকে মোঃ কামরুল হাসান, মামুনুর রশিদ, আলমগীর হোসেন, সুমনা আক্তার, আনোয়ার হোসেন, নেসার উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম বাবু, এস. এম. শাহাদাত হোসেন অনু, খালেদা ইয়াসমিন স্বপ্না, হোসাইন মোহাম্মদ গোলাম রাজিক আদন, হিরা সুলতান, রিয়াদ হোসেন, তনিমা ইসলাম, ফারহানা, মারিয়া জাহান, আব্দুল ওয়াহাব, মুস্তাফিজুর রহমান ও মোঃ রাশেদ 'ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

উল্লেখ্য, অগ্নি নির্বাপণ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-বাদল, আপদকালীন উদ্ধার, ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কাজে আত্মনিবেদন করায় সাহসী ও গৌরবময় স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা থাকে। এই অ্যাওয়ার্ডের পরের ধাপ হলো স্কাউটসের সর্বোচ্চ সম্মানীয় 'প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড'। এ পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৩০ জন 'প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে- যা বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি।

বিঃ দ্রঃ অনলাইনে প্রকাশিত বার্তায় কোন সংশোধনী থাকলে জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।